প্রথম আলো

তারিখ 11 APR 2014
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

১২

সম্পাদকীয়

প্রথম আলো

শুক্রবার, ১১ এপ্রিল ২০১৪

editorial@prothom-alo.info

আবার প্রশ্নপত্র ফাঁস

পরীক্ষাব্যবস্থার স্থায়ী ব্যাধি হয়ে উঠছে?

দেখা যাচ্ছে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা একটি নিয়মিত সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এই সমস্যা দিন দিন প্রকট হচ্ছে সম্ভবত এই কারণে যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাগুলোর সঠিক তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, কখনো কখনো সরকারিভাবে স্বীকারও করা হয় না যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সর্বশেষ ঘটনাটির খবর পাওয়া গেল গতকাল বৃহস্পতিবার। চলমান উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা ছিল এদিন। কিন্তু ঢাকা শিক্ষা বোর্ড পরীক্ষাটি স্থগিত ঘোষণা করেছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান বুধবার রাতে *প্রথম আলোকে* বলেছেন, পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে 'অনিবার্য কারণে'। এই অনিবার্য কারণটা যে প্রশ্নপত্র ফাঁস, তা পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণার সময় আনুষ্ঠানিকভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে পরদিন এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এটা যদি লোক দেখানো ব্যাপার হয়, তাহলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সমস্যার কোনো সমাধান হবে না।

কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া যায়। এর আগের এইচএসসি পরীক্ষায়ও ইংরেজি প্রথম পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। গত বছরের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়েছিল। তখনো তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও সেই কমিটি তদন্ত করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো প্রমাণ পায়নি বলে বলা হয়েছিল। তবে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণা ছিল যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। গত বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়েছিল, কিন্তু তখন পরীক্ষা বাতিল করা হয়নি। শুধু বিভিন্ন পর্যায়ের বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রই ফাঁস হয় না, বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও একাধিকবার ফাঁস হয়েছে।

পরীক্ষার আগের সন্ধ্যায় যখন হঠাৎ করে পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়, তখন পরীক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা কী হয়, তা কেবল পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকেরাই টের পান। পরীক্ষার্থীদের মনে যে হতাশা ও ক্ষোভের অনুভূতি জাগে, তার ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থগিত পরীক্ষাটি কত দিন পরে অনুষ্ঠিত হবে, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা থাকে বলে পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতি বাধাগ্রস্ত হয়। অল্প বয়সী ছেলেমেয়ের ওপর এমন মানসিক পীড়ন ও হয়রানি করার অধিকার কারও নেই। প্রতিকারহীনভাবে দিনের পর দিন এমনটা চলতে দেওয়া যায় না।

পরীক্ষার্থীদের মানসিক হয়রানির চেয়েও বড় কথা হলো, প্রশ্নপত্র ফাঁস গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ। এই অপরাধবৃত্তি কেন ও কীভাবে পরীক্ষাব্যবস্থার ভেতরে একটা দুরারোগ্য ব্যাধির মতো হয়ে উঠল, তা উদ্‌ঘাটন করা জরুরি। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে শুরু করে পরীক্ষার হলে পৌঁছানো পর্যন্ত এর পরিপূর্ণ গোপনীয়তা-সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব যাঁদের, তাঁদের কি কোনোই জবাবদিহি নেই? যদি থাকে, তাহলে যতগুলো প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে, তার কোনোটাতেই কারোর কোনো শাস্তি হয়নি কেন?

সর্বশেষ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাটির হোতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করুন, যেন ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি ঘটানোর সাহস কেউ না পায়।